ত্রৈমাসিক

দুদক দর্পণ

প্রথম বর্ষ ● ৩য় সংখ্যা ● সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ ● আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

ত্রৈমাসিক

দুদক দর্পণ

প্রথম বর্ষ ● ৩য় সংখ্যা ● সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ ● আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

উপদেষ্টা সম্পাদক
মো: শামসুল আরেফিন

সম্পাদনা কমিটির সদস্য
আবদুলস্নাহ-আল-জাহিদ
মোহাঃ আবুল হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য

যোগাযোগ
নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন,প্রধান কার্যালয়
১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৫৩০০৪-৮
ই-মেইল : info@acc.org.bd

সম্পাদকীয়

আগামী ২১ নভেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের ৮ বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে। দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছিল স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন। কমিশন প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই দুর্নীতি দমনে আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যে কোনো বিবেকবান মানুষের দৃষ্টিতে দুর্নীতি ভয়ঙ্কর অপরাধ। এ অপরাধ সমাজের নতুন কোনো বিষয় নয়। অতি প্রাচীন এ সমস্যা আজ এ ভূখন্ডে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থানের বিকাশ ও সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্থ করছে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সভা, সেমিনার, টকশোতে নিয়মিত আলোচনা-সমালোচনা প্রতিনিয়তই চলমান রয়েছে। যে কোনো বিষয়েই বিদগ্ধজনেরা আলোচনা করতেই পারেন কিন্তু বাস্তবতা হলো দুর্নীতিপরায়ণদের শাস্তির কাজটি যথার্থ আইনী প্রক্রিয়া অবলম্বন করেই সম্পাদন করতে হবে। আর এই জটিল এবং মাল্টিসেক্টোরাল কাজটি দুর্নীতি দমন কমিশনকেই করতে হয়। যে কোনো দুর্নীতির অভিযোগেরই মূল ভিত্তি হচ্ছে দালিলিক প্রমাণাদি। সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুধাবন করতে হবে। একমাত্র আইনানুগভাবে প্রমাণযোগ্য তথ্যাদিই দুর্নীতি পরায়ণদের বধ করার একমাত্র উপায়। দুর্নীতি দমন কমিশন বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনসমূহ যথার্থ পর্যালোচনা সাপেক্ষে অভিযোগ হিসেবে গ্রহন করে থাকে। এ সকল প্রতিবেদন থেকে অভিযোগের প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেলেও মামলা দায়ের অথবা নথিভূক্তির জন্য পর্যাপ্ত দালিলিক তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিটি অনুসন্ধানকেই সম গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে। কমিশন যে কোনো অভিযোগের সত্যতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে থাকে। দুর্নীতি নামক এই পাপাচারের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করে দুর্নীতি সমূলে নির্মূল করা যাবে কি-না ? বিষযটি প্রশ্নসাপেক্ষ। মামলা-মোকদ্দমার পাশাপাশি গণমানুষকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন করতে হবে। আমাদের সংবিধানে সকল মানুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে কিন্তু দুর্নীতির কারণে মানুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। দুর্নীতি মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করে। সমান সুযোগ, আইনের আশ্রয় এমনকি সরকারী সেবা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করছে দুর্নীতি। দুর্নীতি ও দুর্নীতি দমন সকলকে সচেতন হতে হবে। অন্যান্য ফৌজদারী অপরাধের চেয়ে দুর্নীতির অপরাধ প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন। তাই দুর্নীতি দমনে আইনানুগ প্রক্রিয়া অবলম্বনের ক্ষেত্রে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। এক্ষেত্রে অনর্থক অতিকথন বা অতিলিখন আলামত নষ্ট কিংবা আত্মসাতকৃত সম্পদ সরিয়ে ফেলারও ঝুকির সৃষ্টি হয়। আলোচিত দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগসমূহের বিষয়ে কমিশন কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। মামলা দায়েরের পরপরই গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত প্রতিটি মামলায় আসামীদের গ্রেফতার করার বার্তা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুসারে কমিশনের তফসিলভূক্ত অপরাধসমূহের তদন্তকালে কমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত

ওয়েব সাইট http://www.acc.org.bd	তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার ভারাপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আইনুনগ প্রক্রিয়া অনুসরন করে যে কোন আসামীকেই গ্রেফতার করার ক্ষমতা রাখে। দুর্নীতি পরায়ণদের বিরুদ্ধে দুদকের এ কঠোর মনোভাব অব্যাহত থাকবে-এ প্রত্যাশা দেশের সর্বস্তরের মানুষের।

এ সংখ্যায় যা যা রয়েছে ঃ

- **তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) প্রদান আইন, ২০১১ নিয়ে দুদকের গোলটেবিল বৈঠক**
- **দুর্নীতি দমনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠক**
- **দুর্নীতি দমন কমিশন, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং তথ্য কমিশনের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা সভা**
- **তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে দুর্নীতি দমন কমিশন**
- **বিগত তিন মাসের কমিশনের গুরন্নত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ**
- **কমিশনের বিশেষ উদ্যোগ**
- **নিয়োগ ও বদলী**
- **অবসর**
- **পুরস্কার**
- **তিরস্কার/শাস্তি**
- **প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম**
- **বিগত তিন মাসের দায়েরকৃত উলেন্নখযোগ্য কয়েকটি মামলা ও চার্জশীট**
- **আইন-আদালত**

তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) প্রদান আইন, ২০১১ নিয়ে দুদকের গোলটেবিল বৈঠক

বিগত ১৩ আগষ্ট ইউএসএইড, প্রগতি ও এমআরডিআই এর সহযোগিতায় দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক রাজধানীর রূপসী বাংলা হোটেলে তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন,২০১১ বিষয়ে এক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান গোলাম রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মুহাম্মদ জমির ও বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজিনা এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্যারিস্টার মনজুর হাসান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, শুধু দুর্নীতি প্রতিরোধে নয় এ আইনের বহুমুখী গুরুত্ব রয়েছে। তিনি বলেন সরকারী অর্থের অনিয়মিত ও অননুমোদিত ব্যয় সরকারি সম্পদের অব্যবস্থাপনা, সরকারি সম্পদ বা অর্থ আত্মসাত বা অপচয়,ক্ষমতার অপব্যবহার বা প্রশাসনিক ব্যর্থতা ফৌজদারী অপরাধ বা বে আইনী অবৈধ কার্যসম্পাদন, জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ঝুঁকিপূর্ন কোনো কার্যকলাপ ও দুর্নীতির বিষয়ে তথ্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদানকারীকে সুরক্ষা দেওয়া হবে। মন্ত্রী বলেন, এসব ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারীর নাম বা পরিচয় দেওয়া যাবে না। এসব বিষয়ে মামলা হলে তথ্য প্রদানকারীকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না। মন্ত্রী এ আইনের বিসয়ে গণসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের প্রতি আহবান জানান। এ আইনের কতিপয় সীমাবদ্ধতা মন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করলে তিনি এগুলো সংশোধনের আশ্বাস দেন।

দুদক চেয়ারম্যান গোলাম রহমান বলেন, তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে। তিনি আরো বলেন দুর্নীতি প্রমানের জন্য দালিলিক তথ্যের দরকার। এ আইন দালিলিক তথ্য প্রমানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজীনা বলেন, বিশ্বের কোনো জাতিই দুর্নীতিমুক্ত নয়। বাংলাদেশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এ আইন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এগিয়ে নেওয়ার একটি পদক্ষেপ।

গোলটেবিল আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধান তথ্য কমিশনান মুহাম্মদ জমির, সাবেক মন্ত্রী ওসমান ফারুক, ফজলে রাব্বী মিয়া এমপি, ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি, সুজনের বদিউল আলম মজুমদার, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এম হাফিজ উদ্দিন খান, গোলাম মওলা রনি এমপি,স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবু আলম শহীদ খান, জয়পুহাটের জেলা প্রশাসক অশোক কুমার বিশ্বাস, সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম প্রমূখ।

তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন,২০১১ বিষয়ে গোলটেবিল আলোচনা

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ।

বক্তব্য রাখছেন সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী জনাব ওসমান ফারুক ।

দুর্নীতি দমনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠক

৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রি: তারিখে ঢাকাস্থ রূপসী বাংলা হোটেলের বলরুমে " Role of Information and communication Technology in Combating Corruption" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ইউএসএইড-প্রগতির মিশন ডিরেক্টর মি: রিচার্ড গ্রিন, মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোশাররফ হোসেন ভূইয়া ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান । মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড: জামিলুর রেজা চৌধুরী । প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী বলেন, " তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদ্যমান দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস বা নির্মূল করা সম্ভব" । তিনি আরো বলেন, জাতীয় পরিচয়পত্রে আরো তথ্য সংযোজন করে জাতীয় পরিচয়পত্রকে যুগোপযোগী করা উচিৎ । এ ছাড়া তিনি সিটিজেন চার্টারের যথযাথ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান । বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন, দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতার মূলে রয়েছে দুর্নীতিপরায়নদের অপকর্মের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া ।

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের সচিব জনাব মোশাররফ হোসেন ভূইয়া বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, তথ্যের সছিক ডাটাবেজ না থাকায় সরকারি দপ্তরগুলো জনগনের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান করতে পারেনা । তিনি আরো বলেন সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করতে যাচ্ছে যা দুর্নীতি দমনে সহায়ক হবে ।

USAID-PROGATI মিশন ডিরেক্টর Richard Greene বলেন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি হচ্ছে সুশাসনের জন্য শক্তিশালী উপাদান ।

সভাপতির বক্তব্যে কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রহমান বলেন, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক হবে । এক্ষেত্রে তিনি আরো বলেন, রাষ্ট্রীয় সেবা প্রদানকারী (Service Provider) এবং সেবা গ্রহনকারী (Service Recipient) প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ব্যতিরেকে প্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগের মাধ্যমে সেবা গ্রহনের উপায় বের করলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে ।

উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক শাহীন আনাম, তথ্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলঅম খান, সংসদ সদস্য জনাব হাসানুল হক ইনু, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী জনাব ওসমান ফারুক, তথ্য কমিশনার সাদেকা হালিম, যশোরের জেলা প্রশাসক মুস্তাফিজুর রহমান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য আব্দুল কাদের খান প্রমূখ ।

দুর্নীতি দমনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে অতিথিবৃন্দ ।

বক্তব্য রাখছেন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী

বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ড: সাদেকা হালিম

দুর্নীতি দমন কমিশন, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং তথ্য কমিশনের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা সভা

বিগত ৩ জুলাই,২০১২ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে দুর্নীতি দমন কমিশন, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং তথ্য কমিশনের মধ্যে আন্তঃ যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় " Promoting Communication and Collaboratia between OCAG, Information Commission and Anti corruption Commission for bringing transparency and Accountability in Bangladesh. A view from the field publice officers, Civil society and Media- শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট এর গবেষণা পরিচালক জনাব শাহাব এনাম খান। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার জনাব মো: বদিউজ্জামান ও জনাব মো: সাহাবুদ্দিন, প্রধান তথ্য কমিশনার মুহাম্মদ জমির এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক জনাব সৈয়দ আতাউল হাকিম। আলোচনা সভায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও একটি জবাবদিহিতামূলক প্রশসানিক কাঠামো বিনির্মাণের নিমিত্ত দেশের তিনটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান তথা দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা এবং সংহতির মাধ্যমে কাজ করার আবশ্যকতার বিষয়টি উপস্থিত সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনায় সভায় বক্তব্য রাখছেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রহমান

আলোচনায় সভায় অতিথিদের একাংশ ।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশন তথ্যের অবাধ প্রবাহে বিশ্বাসী । জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশ হওয়ার পরপরই কমিশন তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয় । বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা ও বিশ্লেষনের পর কমিশন " তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা,২০১১" অনুমোদন দেয় । দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে দুর্নীতি দমন কমিশনই সর্বপ্রথম নীতিমালা প্রণয়ন করে ।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি বাস্তবায়নের জন্য এবং তথ্য অধিকার অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় এবং প্রতিটি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পদবী ও ঠিকানা ঃ

ক্রমিক নং	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অফিসের নাম	ঠিকানা
১ ।	জনসংযোগ কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।	১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ।
২ ।	পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা ।	১ম ১২ তলা সরকারী ভবন (৫ম তলা), সেগুন বাগিচা, ঢাকা ।
৩ ।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ ।	
৪ ।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-২ ।	
৫ ।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, টাঙ্গাইল ।	সদর সাবরেজিস্ট্রি অফিসের পিছনে, টাঙ্গাইল ।
৬ ।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ ।	জেলা পরিষদ ভবন নং-৩, ময়মনসিংহ ।
৭ ।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ফরিদপুর ।	ডিআইবি, বটতলা কমলাপুর, ফরিদপুর ।
৮ ।	পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম ।	সিজিও ভবন নং ২(৯ম ও ১০ম তলা) আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম ।
৯ ।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১ ।	
১০ ।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-২ ।	

১১।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রাঙ্গামাটি।	পর্যটন মোড়, তবলছড়ি, রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা।
১২।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা।	প্লট নং-৪, রোড নং ৪, সেকশন ৪, হাউজিং এস্টেট, কুমিল্লা।
১৩।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী।	পুরাতন ডিসি অফিস, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী।
১৪।	পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া।	ফুলদীঘি, বগুড়া
১৫।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া।	
১৬।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রাজশাহী।	হোল্ডিং নং ১৩৮, ওয়ার্ড নং ৪, কেশবপুর, রাজশাহী।
১৭।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, পাবনা।	চাঁদাখার বাঁশতলা মোড়, পাবনা
১৮।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রংপুর।	স্টেশন রোড় (দরদী সিনেমা হলের কাছে) আলমনগর, রংপুর।
১৯।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, দিনাজপুর।	নিমনগর, বালবাড়ী, দিনাজপুর।
২০।	পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা।	ডি-টাইপ বিল্ডিং নং-১, চকোরী, নুরনগর, খুলনা।
২১।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনা।	
২২।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, যশোর।	৭ কারবালা রোড, যশোর।
২৩।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, কুষ্টিয়া।	খুশি হাউজ, ঝিনাইদহ সড়ক, চৌড়হাস, কুষ্টিয়া।
২৪।	পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল।	বটতলা, বরিশাল।
২৫।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বরিশাল।	
২৬।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, পটুয়াখালী।	শিউলি ম্যানশন, ছোট চৌরাস্তা, কালিকাপুর, পটুয়াখালী।
২৭।	পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট।	বাগবাড়ী, সিলেট
২৮।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট।	
২৯।	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, হবিগঞ্জ।	রাজনগর, হবিগঞ্জ।

বিগত তিন মাসের কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

- মহাপরিচালক এবং পরিচালকগণের পরিদর্শন ও মনিটরিং বাড়ানো।
- গণমাধ্যমের প্রতিনিধি ও অন্যান্য দর্শনার্থীদের জন্য পৃথক পৃথক কার্ড প্রস্তুত এবং দর্শনার্থীদের স্লিপ নিয়ে কার্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা।

- কমিশন কার্যালয়ের সিকিউরিটি গেট কার্যকর এবং সিসি টিভি সংযোজন। মাননীয় চেয়ারম্যান, কমিশনার, সচিব ও মহাপরিচালকদের অফিস কক্ষের ভিতর হতে মনিটরিং এর ব্যবস্থা রাখা।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের মিডিয়া সেন্টারে টিভি, কম্পিইটারসহ নেট সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ পুরস্কার প্রদান।
- কমিশনের নীচতলা ও ৫ম তলায় কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারদ্বয়ের অফিসের গেইটে মেটাল ডিটেকটরসহ আর্চওয়ে/গেইটের ব্যবস্থা গ্রহণ।

কমিশনের বিশেষ উদ্যোগ

কমিশন এবার থেকে প্রতি বছর ২১ নভেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনের বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। তাছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধে ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্ত নিয়মিত রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবসে পুরষ্কৃত করা হবে।

নিয়োগ ও বদলী

আগষ্ট/১২ মাসে ৪ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন পদে কমিশনে যোগদান করেছেন। তারা হলেন জনাব সামসুল আরেফিন, মহাপরিচালক, ভূঞা মো: রেজাউর রহমান সিদ্দিকী ও মো: মেহেদী মাসুদ ফয়সাল, সহকারী পরিচালক এবং জনাব মো: তাজুল ইসলাম ভূইয়া, উপসহকারী পরিচালক। এছাড়া পরিচালক পদে প্রেষনে নিযুক্ত ড: সৈয়দ মাসুম আহমেদ চৌধুরীকে তার বর্তমান প্রেষন পদ থেকে প্রত্যাহারপূর্বক নিজ কর্ম অধিক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের নিমিত্ত তার চাকুরী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রত্যার্পণ করায় তাকে সেপ্টেম্বর/২০১২ মাসে কমিশন থেকে অবমুক্ত করা হয়েছে।

অবসর

সহকারী জনাব এইচ এম শাহজাহান ১০/৭/২০১২ তারিখ, কনস্টেবল সর্বজনাব মো: আমান উল্লাহ সরকার, মো: সফিউদ্দিন, মো; মোসলেম উদ্দিন, মো: আব্দুস ছালাম, মো: বক্তারুজ্জামান এবং মো: শামসুল আলম দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে গত ০১/৭/২০১২ তারিখে চাকুরী থেকে অবসরগ্রহণ করেছেন।

তিরস্কার/শাস্তি

জুন-সেপ্টেম্বর/২০১২ সময়ের মধ্যে ১ জনকে তিরস্কার দ-, ১জনের বার্ষিক বর্ধিক বেতন এক বছরের জন্য স্থগিত এবং ১জনকে চাকুরী হতে অপসারণ দ- প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ/সেমিনার সংক্রান্ত কার্যক্রম

বিদেশে সেমিনারে অংশগ্রহণ

দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রহমান ৫ জুন হতে ৮ জুন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত চার দিন ব্যাপী " Second Biennial Meeting of the International Corruption Hunters Alliance (ICHA)" এবং ১১ ও ১২ জুন নরওয়ে অনুষ্ঠিত দুই দিন ব্যাপী "16th Meeting of the Corruption Hunter Network"-এর সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের সচিব জনাব মো: ফয়জুর রহমান চৌধুরী ও পরিচালক জনাব আব্দুর রব নকীব ২৫ জুন হতে ২৮ জুন পর্যন্ত চীনে অনুষ্ঠিত চার দিন ব্যাপী

" Fourth IAACA (International Association of Anti-Corruption Authorities) " শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন ।

অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম (জুন-সেপ্টেম্বর/২০১২)

অভিযোগ অনুসন্ধানের অনুমোদন	৩৬৩ টি
মামলা দায়েরের অনুমোদন	১৬০টি
সম্পদ বিবরণীর নোটিশ জারী	২১টি
চার্জশীট দায়েরের অনুমোন	১৮৯ টি
ফাইনাল রিপোর্ট	১০৫ টি

জুন-সেপ্টেম্বর /২০১২ মাসে দায়েরকৃত উলেস্নখযোগ্য কয়েকটি মামলা

ক্রমিক নং	অভিয়োগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	মোহাম্মদ রফিকুল আমিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিটিপিএল এবং অন্যান্য ১১ জন ।	মার্চ/২০০৬ হতে এপ্রিল/২০১২ পর্যন্ত সময়ে ২১০৬,৬৪,৬৫,৫০০/-টাকা ডেসটিনি-২০০০ লি: এবং ডিটিপিএল কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে নিজ স্বার্থে বেতন ভাতাসহ সম্মানী/ইনসেন্টিভ/কমিশন ইত্যাদি বাবদ প্রতারনাপূর্বক আইন লংঘন করে অর্থ স্থানান্তর/রুপান্তর করার অভিযোগ ।
২	মোহাম্মদ রফিকুল আমিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসটিনি ২০০০ লি: ও অন্যান্য ২১ জন ।	২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ৩১/৩/২০১২ পর্যন্ত মোট ১১৭৮,৬১,২৩,০২৪/-টাকা ঋণ, ডিভিডেন্ড এবং কমিশনের ছদ্মাবরণে প্রতারনাপূর্বক সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা ও সোসাইটির আইন লংঘন করত: অবৈধভাবে সোসাইটির সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অর্থের অবক্ষয় ঘটিয়ে ডেসটিনি গ্রুপে নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অলাভজনক কোম্পানীসহ নন-অপারেটিং কোম্পানীতে অপারের্টিং কস্ট বিনিয়োগসহ ঋন প্রদান দেখিয়ে পরবর্তীতে ডিভিডেন্ড/কমিশন/ সম্মানি ভাতার নামে ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর/রুপান্তর করার অভিযোগ ।
৩	কর্ণেল (অব:) ডা: মো: আব্দুল কাদের খান, মাননীয় সংসদ সদস্য, গাইবান্ধা ও অন্য ১ জন	২৮০ মে: টন চাল/গম যার সরকারী মূল্য ৪২,৭৫,০০০/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ।
৪	খান মোঃ আব্দুর রব, সভাপতি, দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লি:, চট্টগ্রাম (সাবেক মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম) ও অন্যান্য ১৫ জন ।	২৭,৩১,৪৫,৫৪১/- টাকা মূল্যের রেলওয়ের ৭৬ হাজার ১১২ বর্গফুট জমি অবৈধভাবে রিয়েল এষ্টেটকে বরাদ্দ দিয়ে ৩০ লাখ টাকায় ইজারা প্রদানের অভিযোগ ।
৫	ড: আসাদুল্লাহ আল গালিব, প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত) ।	প্রতারনাপূর্বক অর্থ আত্মসাত করার অভিযোগ ।
৬	শেখ আব্দুল হালিম, সাবেক হিসাব রক্ষক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, কাওরান বাজার, ঢাকা ।	দুদকে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ২৫,৫৭,০৪৯/- টাকার সম্পদের তথ্য গোপন ও ৬৭,০৯,৯২৯/৫২ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ।
৭	জনাব প্রদীপ কুমার দাস, বেঞ্চ অফিসার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা ।	জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ১৯,৬৫,৮৪৪/৫৮ টাকার সম্পদ অর্জন করার অভিযোগ ।

৮	জনাব মো: নাদের হোসেন, জনাব মো: মনির হোসেন, জনাব দিলীপ কুমার দাশ সকলেই উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, সওজ, নরসিংদী ও অন্যান্য ৮ জন।	২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত নরসিংদী সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মোট ২৬,৩৭,৩৫৩/-টাকার কাজ না করে পরস্পর যোগসাজসে আত্মসাত করার অভিযোগ।
৯	জনাব মো: ইউসুফ আলী মৃধা, প্রাক্তন মহা ব্যবস্থাপক (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম ও অন্য ২জন। (৬টি মামলা)	বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্বাঞ্চল) চট্টগ্রাম এর অধীনে ছয়টি ক্যাটাগরী পদে নিয়োগে প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতা ও শিক্ষকদের টেবুলেশন শীটে ফলাফল কাটাকাটি/ ঘষামাজা/গড়মিল করে জেলা কোটা সঠিকভাবে অনুসরন না করে, জাল রেকর্ডপত্র সৃজন, গ্রেস নম্বর প্রদান এর মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রার্থীদের নিয়োগ পত্র প্রদানের অভিযোগ।
১০	মিসেস শাহানা পারভীন, সাবেক ক্যাশিয়ার (বরখাস্তকৃত), কোনাবাড়ী জোনাল অফিস, গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এবং জনাব মাহমুদ জামাল, প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (অব:), কোনাবাড়ী জোনাল অফিস, গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসহ অন্য ৭ জন। (৫ টি মামলা)	পরস্পর যোগসাজশে ২৫/৯/২০০৭ হতে ২৪/৪/২০০৯ তারিখ পর্যন্ত সময়ে গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সর্বমোট ৮০,২২,১৭০/- টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ।
১১	জনাব মাহিদুর রহমান, সাবেক ডিজিএম (সেলস), যমুনা অয়েল কোম্পানী লি:, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম ও অন্য ১১ জন। (১০ টি মামলা)।	পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অসৎভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে কোম্পানী থেকে কম দামে বিটুমিন বরাদ্দ নিয়ে/দিয়ে উক্ত বিটুমিন খোলাবাজারে বেশি দামে বিক্রি করার মাধ্যমে লাভবান হওয়ার অভিযোগ।
১২	জনাব মো: আতাউর রহমান, সাবেক পরিচালক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:, চৌধুরী লেন, ঠনঠনিয়া, বগুড়া।	দুদকে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৬,৫১,৮৩,৫৮৬/৭০ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন এবং ৫,১৩,৪০,৪৭২/৭০ টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ

জুন-সেপ্টেম্বর /২০১২ মাসে চার্জশীট দাখিলকৃত উলেস্নখযোগ্য কয়েকটি মামলা

ক্রমিক নং	অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	এ কে এম মোশারফ হোসেন, সাবেক প্রতিমন্ত্রী, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ও জনাব কাশেম শরীফ, তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট, নাইকো রিসোর্সেস (বাংলাদেশ) লি:।	নাইকো রিসোর্সেস লি: কে অসৎ উদ্দেশ্যে লাভবান করার নিমিত্তে ৯৫,৫৮,০০০/- টাকা মূল্যের ল্যান্ড ক্রুজার জীপ গাড়ী গ্রহণ এবং কানাডা ও আমেরিকা ভ্রমণের জন্য নাইকোর নিকট হতে ৫,০০০ হাজার কানাডিয়ান ডলারের আর্থিক সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ।
২	জনাব আব্দুল আজিজ খন্দকার, প্রাক্তন অফিসার, রুপালী ব্যাংক লি:, মীরকাদিম শাখা, মুন্সীগঞ্জ ও অন্যান্য ৫জন।	পরস্পর যোগসাজসে গ্রাহকদের নিকট থেকে ১৪,৭০,০০০/- টাকা গ্রহনপূর্বক তাদের হিসাবে জমা না দিয়ে আত্মসাত করার অভিযোগ।
৩	মো: তোফাজ্জল হোসেন, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গফরগাও, ময়মনসিংহ, বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা অন্যান্য ২ জন।	৭.০০ মেট্রিক টন গম আত্মসাতের অভিযোগ।
৪	জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম, প্রাক্তন পোস্টাল অপারেটর, মিরপুর সাব-পোস্ট অফিস, বর্তমানে সাব-পোস্ট মাস্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উপ ডাকঘর।	২১৭ টি গাড়ীর কর বাবদ ৮,২৬,২৪৪/- টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে আত্মসাত করার অভিযোগ।
৫	মো: আনোয়ারুল কবির, উন্নয়ন ম্যানেজার-৩, জীবন বীমা কর্পোরেশন ও জনাব সলিমুল্লাহ সলু, সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার, ৪২ নং ওয়ার্ড, ঢাকা সিটি	জীবন বীম কর্পোরেশনের গ্রাহকের ১৮,৩৯,৬০৮/- টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ।

	কর্পোরেশন ।	
৬	জনাব মো: গোলাম মোস্তফা, কানুনগো, উপজেলা ভূমি অফিস, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ ।	১০,০০০/- টাকা উৎকোচ গ্রহণের সময় হাতে হাতে গ্রেফতার হওয়ার অভিযোগ
৭	মো: নুরুল ইসলাম, মিটার রিডার, বানিজ্যিক পরিচালনা বিভাগ, ডেসা, বারিধারা, ঢাকা (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) ।	১২ (বার) কোটি টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ
৮	জনাব মো: সলিম উদ্দিন, ডিজিএম (সাময়িক বরখাস্ত) চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, রাউজান, চট্টগ্রাম ।	১০,০০০/- টাকা উৎকোচ গ্রহণের সময় হাতে হাতে গ্রেফতার হওয়ার অভিযোগ
৯	মো: গোলাম মোর্তুজা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স প্রাইমস ফ্যাশন্স লি:, ১/এফ, উত্তর আদাবর রিং রোড, শ্যামলী, ঢাকা ।	সরকারের ৬,২৩,৪৪,৪৯১/৮২ টাকা রাজস্ব ফাকির মাধ্যমে আত্মসাত করার অভিযোগ
১০	লিটন চন্দ্র রায়, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, মাহিপুর ব্লক, কৃষি সম্প্রসারন বিভাগ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী ও অন্য ১জন ।	কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরনযোগ্য ১০ ব্যাগ ভুট্টা বীজ ও সার নিজ বাড়িতে রাখার অভিযোগ ।
১১	কাজী আব্দুল হক, উচ্চমান সহকারী (বর্তমানে বরখাস্তকৃত), কারা অধিদপ্তর, ৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশি বাজার, ঢাকা ।	কারা অধিদপ্তরের ৪,২৭,৯১৬.৬০ টাকা মূল্যের ষ্টেশনারী মালামাল আত্মসাতের অভিযোগ ।
১২	জনাব আব্দুর রব, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ইন্দুরকানী খাদ্য গুদাম, জিয়ানগর, পিরোজপুর (সাময়িক বরখাস্তকৃত) ও অন্য ১জন ।	পরস্পর যোগসাজসে খাদ্য গুদামের ৩৪,১৫,২৪৮/-টাকা মূল্যের চাউল এবং ৪,৪৭,৮৮৩/- টাকা মূল্যের ২০.৫৮১ মেঃ টন গম আত্মসাত
১৩	মোঃ আব্দুস সালাম খান, সহকারী হিসাব কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা (সাময়িক বরখাস্ত) ও তার স্ত্রী মিসেস শাহনাজ পারভীন লাভলী ।	১৮,৯৮,৩২,০৫১/০৬ টাকা অন্যত্র হস্তান্তর/ রূপান্তরের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ।

আইন-আদালত

ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নিম্ন আদালতে মোট ৩৩১১ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তম্মধ্যে ২৫৭৪ টি মামলার বিচার কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে এবং মহামান্য হাইকোর্টের আদেশে ৭৩৭ টি মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। বর্তমানে উচ্চ আদালতে ১২৫৩ টি রিট, ৭০০ টি ফৌজদারী বিবিধ মামলা ও ১৪৩ টি আপীল মামলা নিস্পত্তির অপক্ষোয় আছে। তাছাড়া মহামান্য উচচ আদালত কর্তৃক ০৯ টি মামলার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারকৃত কয়েকটি মামলার বিবরণ

ক্রমিক নং	আদালতের মামলা নম্বর	থানার মামলা নম্বর	আসামীর নাম	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের তারিখ
০১	রীট পিটিশন নং-৪৪৯/২০০৭	মতিঝিল থানা মামলা নং-৭৯ তারিখ-২৮/১২/২০০৬	আব্দুল কাইয়ুম খান	১৫/০৭/২০১২
০২	রীট পিটিশন নং-৭২২৭/২০১০	মতিঝিল থানা মামলা নং-৭৭ তারিখ-২৮/১২/২০০৬	মো: আজম-ই-সাদাত	১৫/০৭/২০১২
০৩	ক্রিমিনাল মিস কেস নং-২৮৯৪৩/২০১০	রমনা মডেল থানা মামলা নং-৩১ তারিখ-১৭/১০/২০১০	কে এম এ নাহার	১২/০৭/২০১২
০৪	রীট পিটিশন নং-১৬৫৫/২০০৮	ডিমলা থানা মামলা নং-১৮ তারিখ-২১/০২/২০০৭	মো: মোজাফ্ফর হোসেন এবং অন্যান্য	১৮/০৭/২০১২

জুন-সেপ্টেম্বর/১২ মাসে দুর্নীতি দমন কমিশনের ২৪ টি মামলার রায় দিয়েছেন বিচারিক আদালত। তম্মধ্যে ১২ টি মামলায় সাজা এবং ১২টি মামলায় আসামীগণ খালাস পেয়েছেন।

সাজাপ্রাপ্ত কয়েকটি মামলার বিবরণ

ক্রমিক নং	মামলা নং ও ধারা	আসামীর নাম	অভিযোগের বিবরণ	সাজার বিবরণ
০১	গুলশান থানা মামলা নং ৭১(৩)৯৪	জনাব নুরুল হক, তহশিলদার, গুলশান তহশিল অফিস, ঢাকা পৌরসভা	জাল জালিয়াতি অভিযোগ	আসামীকে ০২ বৎসর সশ্রম কারাদ- এবং ৫০,০০০/-টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদ-। রায়ের তাং ২৮/৬/২০১২
০২	মোহাম্মদপুর থানা মামলা নং ৬০(৭)২০০০	কাজী মোশাররফ হোসেন, ফোরম্যান, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, পরিচালক ও সংরক্ষণ বিভাগ, বিউবো, লালবাগ, ঢাকা	সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ।	আসামীকে ৩(তিন) বছরের স্বশ্রম কারাদ- ও ২,০০,০০০/-টাকা জরিমানা এবং ১,৩৮,২২,৬১৭/-টাকা বাজেয়াপ্ত করে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার আদেশ প্রদান। রায়ের তাং ০৮/৮/২০১২

০৩	তারাকান্দা থানা মামলা নং ১৪ তারিখ-১৫/৯/২০০২	মো: আবুল হোসেন, প্রাক্তন ইউপি সদস্য ও প্রকল্প চেয়ারম্যান, ফুলপুর, ময়মনসিংহ	প্রকল্পের ৮.০০ মে: টন চাউল আত্মসাত	আসামীকে ৩(তিন) বছরের স্বশ্রম কারাদ- ও ২,০০,০০০/-টাকা জরিমানা আনাদায়ে আরো ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদ- প্রদান। রায়ের তাং ১৪/৬/২০১২
০৪	সিরাজগঞ্জ থানা মামলা নং ১৪ তারিখ ১৫/৪/২০০০	ডা: মো: আব্দুর রশিদ, প্রাক্তন সিভিল সার্জন, সিরাজগঞ্জ	ঔষধ ক্রয়ের দরপত্রে কারচুপির মাধ্যমে ৩,৮৮,০৪০/- টাকা আত্মসাত।	আসামীকে ০১ বছরের বিনাশ্রম কারাদ- এবং ২,০০,০০০/- টাকা জরিমানা আনাদায়ে ০৩ মাসের কারাদ- প্রদান। রায়ের তারিখ-২২/৭/২০১২
০৫	ভাংগা থানা মামলা নং ০৬ তারিখ-৯/৩/২০০৮	এ বি এম ফজলুর রফিক, অফিসার (ক্যাশ), সোনালী ব্যাংক ও অপর ১ জন।	ব্যাংকের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ।	১২ বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১৫,০০,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৩ বছর বিনাশ্রম কারাদ-। রায়ের তারিখ-১৭/৯/২০১২
০৬	থানছি থানার মামলা নং ০১ তারিখ-২৮/৯/২০১২	জনাব কালামং মার্মা, সাবেক চেয়ারম্যান, রেমাক্রী ইউনিয়ন পরিষদ	দুর্নীতির অভিযোগ।	৫ বছর সশ্রম কারাদ- এবং ৩৪,০২৪০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাসের কারাদ-।
০৭	টাংগাইল থানা মামলা নং ৩২ তারিখ-২৭/২/২০০৩	রেজিয়া খানম, পরিবার কল্যাণ সহকারী, মধুপুর থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, টাংগাইল।	এসএসসি পাশের জাল সনদ দ্বারা চাকুরী করার অভিযোগ।	আসামীকে ০২ বছরের সশ্রম কারাদ- এবং ১০,০০০/- টাকা জরিমানা আনাদায়ে ০৩ মাসের কারাদ- প্রদান। রায়ের তারিখ-২১/৬/২০১২
০৮	কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) থানা মামলা নং-০২ তারিখ-১০/৪/২০০৯	মো: আব্বাস আলী, ক্যাশিয়ার, ব্র্যাক বিপিডি, গান্দাইল শাখা, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ।	বিভিন্ন সদস্যদের নিকট হতে রশিদের মাধ্যমে আদায়কৃত টাকা অফিসে জমা না দিয়ে ১,৯৮,০৭৯/-টাকা আত্মসাত।	আসামীকে ০২ বছরের সশ্রম কারাদ- এবং ১,৯৮,০৭৯/-টাকা জরিমানা আনাদায়ে ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদ- প্রদান। রায়ের তারিখ-২৪/৭/২০১২